চল্লিশ নম্বর শ্লোকের গোপন ইতিহাস - নম্বর এক

ভবিষ্যদ্বাণীর সীলমোহর উন্মোচন: অন্তিম দিনগুলো, যিহূদার সিংহ, এবং প্রকাশিত বাক্যের চূড়ান্ত ঘটনাপ্রবাহ

Jeff Pippenger

2024-09-06

প্রকাশিত বাক্যের পঞ্চম অধ্যায়ে, যিহূদা গোত্রের সিংহ খ্রিস্টের সেই অবস্থানকে নির্দেশ করে যে তিনি তাঁর ইচ্ছামতো ঈশ্বরের বাক্যে সীলমোহর করা ও সেই সীলমোহর ভাঙার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের একশো ছাব্বিশ বছর পরে, ১৯৮৯ সালে, যিহূদা গোত্রের সিংহ দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের শেষে ছয়টি পদ উন্মোচন করলেন। ঐ পদগুলো ১৭৯৮ সালে পোপতন্ত্রের উপর পড়া মারাত্মক ক্ষত দিয়ে শুরু হয়, এবং পাপাল ক্ষতটি কীভাবে আরোগ্য হবে তার সাক্ষ্য উপস্থাপন করে, এবং তার পর পোপতন্ত্রের চূড়ান্ত মারাত্মক ক্ষত পর্যন্ত নিয়ে যায়। পদগুলো যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই শুরু হয়; পোপতান্ত্রিক রোমের বিচার দিয়ে।

ওই ছয়টি পদ পোপতন্ত্রের মরণঘাতী ক্ষতের আরোগ্য বর্ণনা করে, এবং ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ ঐক্য কীভাবে বিশ্বকে আরমাগেদ্দনের দিকে নিয়ে যায়, যা পঁয়তাল্লিশ নম্বর পদে "সমুদ্রসমূহ ও মহিমাময় পবিত্র পর্বতের মাঝখানে" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আলফা ও ওমেগা খ্রিষ্টের সেই চরিত্রকে নির্দেশ করে, যা সর্বদা শুরুর মাধ্যমে শেষকে তুলে ধরে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সংস্কার আন্দোলন হলো তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলন; এটি সেই সমাপনী আন্দোলন, যা তার শুরুর দ্বারা পূর্বচিত্রিত ছিল—যা ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের মিলেরাইট আন্দোলন। মিলেরাইট আন্দোলন ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময় শুরু হয়, যেখানে দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর শেষে ছয়টি পদ শুরু হয়, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ বিচারকার্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সেই আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার আইন কার্যকর হওয়ার সময় শেষ হয়।

১৯৮৯ সালে শেষ সময়ে আন্দোলনের সূচনায়, যিহূদা গোত্রের সিংহ দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর শেষে ছয়টি পদের মোহর খুলে দিলেন, এবং আন্দোলনের সমাপ্তিতে, রবিবারের আইন আসার ঠিক আগে, তিনি দানিয়েল অধ্যায় ১১-এর ৪০ নম্বর পদের গোপন ইতিহাস উন্মোচন করেন। সিস্টার হোয়াইটের টীকাভাষ্য দানিয়েলের কোন অংশের মোহর খোলা হয়েছে তা নিয়ে ১৯৮৯ সালের উন্মোচনের কথা বলে, এবং ২০২৩ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া উন্মোচনের কথাও বলে।

> যে বইটি সীলমোহরযুক্ত ছিল, তা প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থ ছিল না; বরং দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই অংশ ছিল যা অন্তিম দিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তুমি, হে দানিয়েল, এই কথাগুলো বন্ধ করে রাখ, এবং শেষ সময় পর্যন্ত বইটিকে সীলমোহর কর; অনেকে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে' (দানিয়েল ১২:৪)। যখন সেই বইটি খোলা হলো, ঘোষণা করা হলো, 'আর বিলম্ব হবে না।' (দেখুন প্রকাশিত বাক্য ১০:৬।) দানিয়েলের গ্রন্থের সীলমোহর এখন খোলা হয়েছে, এবং

> খ্রিস্ট যোহনকে যে প্রকাশ দিয়েছিলেন, তা পৃথিবীর সকল অধিবাসীর কাছে পৌঁছানোর কথা। জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীকে অন্তিম দিনগুলোতে দাঁড়াতে প্রস্তুত করা হবে...
>
> প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় মানুষকে আহ্বান জানানো হয়েছে ঈশ্বরকে, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে, উপাসনা করতে, যিনি পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। তারা পোপতন্ত্রের একটি ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছে, যিহোভার বিধিকে অকার্যকর করে দিয়েছে; কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটবে। নির্বাচিত বার্তাসমূহ, বই ২, ১০৫, ১০৬।

১৯৮৯ সালে শেষ দিনগুলোর সাথে সম্পর্কিত দানিয়েলের পুস্তকের অংশ ছিল একাদশ অধ্যায়ের শেষ ছয়টি পদ; এবং যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলন তাদের আন্দোলনের সমাপ্তিতে পৌঁছায়, তখন দানিয়েলের পুস্তকের যে অংশটি সীলমুক্ত হয়, তা হলো চল্লিশ নম্বর পদের লুক্কায়িত ইতিহাস, যা ১৯৮৯ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার আইন পর্যন্তের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। চল্লিশ নম্বর পদের লুক্কায়িত ইতিহাসই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাস। প্রত্যেক নবী সেই সময়ের সাক্ষ্য দেন।

উক্ত পাঠে, 'শেষ দিনগুলোতে একটি জনগণকে দাঁড়াতে প্রস্তুত করার' উদ্দেশ্যে জ্ঞানের যে বৃদ্ধি, তা ১৯৮৯ সালে শেষ ছয়টি পদের মোহর খোলাকে নির্দেশ করে, এবং আবার তা চল্লিশ নম্বর পদের গুপ্ত ইতিহাসের উন্মোচনকেও নির্দেশ করে। উভয় ইতিহাসেই অনুপ্রেরণা নির্দেশ করে যে পোপীয় ক্ষমতা ও রবিবারের আইন সম্পর্কে জ্ঞানের বৃদ্ধি হবে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের শুরু ও সমাপ্তি—উভয় সময়েই—এই জ্ঞানের বৃদ্ধি দানিয়েলের বারো অধ্যায়ে উপস্থাপিত তিন-ধাপের পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে।

> তিনি বললেন, তোমার পথে যাও, দানিয়েল; কারণ এই কথাগুলি শেষ সময় পর্যন্ত বন্ধ ও সিল করা রইল। অনেকে শুদ্ধ হবে, শুভ্র হবে, এবং পরীক্ষিত হবে; কিন্তু দুষ্টেরা দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না; কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে। দানিয়েল ১২:৯, ১০।

যেমন সব পবিত্র সংস্কার আন্দোলনে, দানিয়েল যে তিনটি ধাপকে "পরিশোধিত, শুভ্র করা, এবং পরীক্ষা করা" বলে উপস্থাপন করেছেন, সেগুলি প্রথমে এক দিব্য প্রতীকের অবতরণের পথচিহ্ন নির্দেশ করে; এরপর একটি ব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পরীক্ষা; তারপর তৃতীয় একটি লিটিমাস পরীক্ষা, যা উন্মোচিত জ্ঞানবৃদ্ধিকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দুটি শ্রেণির চরিত্র প্রকাশ করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আন্দোলনের সূচনায় তিনটি ধাপ ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১; এরপর ১৮ জুলাই, ২০২০; তারপর রবিবারের আইন। ঠিক সেই একই আন্দোলনের সমাপ্তিতে তিনটি ধাপ হল জুলাই ২০২৩, মধ্যরাত্রির আর্তনাদ বার্তার আগমন, এবং রবিবারের আইন।

ঈশ্বরের লোকদের দাঁড়াতে প্রস্তুত করে এমন বার্তাটি, যা জুলাই ২০২৩-এ উন্মোচিত হয়েছিল, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের একাধিক ধারা অন্তর্ভুক্ত করে, এবং সেই ধারাগুলোর মধ্যে রয়েছে ইজেকিয়েলের সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ের মৃত শুকনো হাড়গুলো। ইজেকিয়েল দুইটি বার্তা উপস্থাপন করেন। প্রথম বার্তাটি হাড়গুলোকে আবার একত্র করে, কিন্তু দ্বিতীয় বার্তাতেই ইস্রায়েল পরাক্রমশালী বাহিনী হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়াল। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের দুই সাক্ষী পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলে উঠে দাঁড়াল।

> আর তিনি দিন এবং অর্ধেকের পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে জীবনের আত্মা তাদের মধ্যে প্রবেশ করল, এবং তারা তাদের পায়ে দাঁড়াল; আর যারা তাদের দেখল, তাদের উপর মহাভয় নেমে এল। প্রকাশিত বাক্য ১১:১১।

ইজেকিয়েলে একই সত্য শেখান।

> আর তিনি আমাকে বললেন, মানবপুত্র, তোমার পায়ে দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করল এবং আমাকে আমার পায়ে দাঁড় করাল, ফলে আমি তাঁর কথা শুনলাম, যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। ইজেকিয়েল ২:১, ২।

যখন সিস্টার হোয়াইট বলেন, "জ্ঞানবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠীকে শেষ দিনগুলোতে দাঁড়াতে প্রস্তুত করা হবে।" জ্ঞানবৃদ্ধিকে "দশ কুমারীর উপমা"-য় "তেল" হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে, এবং "তেল" দ্বারা "ঈশ্বরের আত্মার বার্তাসমূহ" ও "পবিত্র আত্মা", তদুপরি "চরিত্র" বোঝানো হয়।

২০২৩ সালের জুলাই ও শিগগির আসন্ন রবিবারের আইনের মধ্যবর্তী সময়ে এমন এক জ্ঞানবৃদ্ধি ঘটে যা ঈশ্বরের লোকদের জাগিয়ে তোলে, এবং তারা উঠে দাঁড়ায়। তারা উঠে দাঁড়ায়—এটি প্রকাশ করে যে তাদের কাছে তখন মোহর খোলা হওয়া বার্তার "তেল" আছে। তাদের পাত্রের মধ্যে যখন পবিত্র আত্মা থাকে, তখন তারা উঠে দাঁড়ায়; এবং যখন ঈশ্বরের মোহর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত চরিত্র তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে, তখনও তারা উঠে দাঁড়ায়।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে শুরু হওয়া প্রথম পরীক্ষার ধাপটির পর এমন একটি সময়কাল আসে, যা সেই প্রার্থীদের তেল গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ দেয়। যারা গ্রহণ করে, তারা সিল করা হয় এবং শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন ঘোষিত হলে তাদেরকে পতাকারূপে উত্তোলিত করা হয়। যারা তেল প্রত্যাখ্যান করে, তারা প্রবল ভ্রান্তির শিকার হয়।

২০২৩ সালের জুলাইয়ে সেই প্রার্থীরা আত্মিক নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়েছিল, এবং এরপর তাদের নিজ নিজ অনুগ্রহকাল সমাপ্ত হওয়ার আগে তারা চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল। পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি স্থাপিত হয়েছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরীক্ষার প্রেক্ষাপটে, যা পশুর মূর্তি গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই সময়ে যখন ওই একই প্রার্থীদের পুনরুজ্জীবিত হয়ে অন্তরে খ্রিষ্টের মূর্তি গঠন করার কথা ছিল। যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোর মধ্যে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার কথা, তা হলো ১৯৮৯ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত ইতিহাস। সেই প্রার্থীদের জাগতে ব্যর্থতার ফলেই প্রভু ভ্রান্ত মতবাদসমূহকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

> ঈশ্বর তাঁর জনগণকে জাগিয়ে তুলবেন; যদি অন্যান্য উপায় ব্যর্থ হয়, বিধর্ম মতবাদ তাদের মধ্যে ঢুকে পড়বে, যা তাদের ছেঁকে দেবে, গম থেকে ভূষি আলাদা করবে। প্রভু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসী সকলকে নিদ্রা থেকে জেগে উঠতে আহ্বান করেন। এই সময়ের জন্য উপযোগী মূল্যবান আলো এসেছে। এটি বাইবেলীয় সত্য, যা আমাদের ওপর অবলম্বে উপস্থিত বিপদগুলো দেখায়। এই আলো আমাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র অধ্যবসায়ের সঙ্গে অধ্যয়নের দিকে এবং আমরা যে অবস্থানগুলো ধারণ করি তার অত্যন্ত সমালোচনামূলক পর্যালোচনার দিকে পরিচালিত করা উচিত। ঈশ্বর চান, প্রার্থনা ও উপবাসসহ সত্যের সব দিক-দিশা ও অবস্থানকে সম্পূর্ণভাবে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান করা হোক। Testimonies, খণ্ড 5, 708.

সব নবীই শেষ দিনসমূহ সম্পর্কে কথা বলেন, তাই এই শেষ দিনসময়ে, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে, প্রভু তাঁর জাতিকে 'জাগিয়ে তুলতে' চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, এবং সমাপ্তি যে ঘনিয়ে এসেছে—এমন একটি সতর্কতা হিসেবে তিনি অ্যাডভেন্ট ইতিহাসে রোমের এক প্রতীককে ঘিরে প্রথম বিতর্কটি পুনরাবৃত্ত হতে দিলেন। তিনি এটি করছিলেন, যদিও 'মূল্যবান আলো' 'এসেছিল, এই সময়ের জন্য উপযুক্ত'। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে যে আলো এসেছিল তা হলো 'বাইবেলের সত্য, যা একেবারে আমাদের ওপর এসে পড়া বিপদগুলো দেখায়'। সেই আলো আমাদেরকে 'শাস্ত্রসমূহের একাগ্র অধ্যয়ন এবং আমরা যে অবস্থানগুলি ধারণ করি তার এক অত্যন্ত সমালোচনামূলক পর্যালোচনা'র দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

পদ চল্লিশের লুকানো ইতিহাসটি দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের দশ থেকে পনেরো নম্বর পদে উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ আলফা ও ওমেগা দানিয়েলের চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শেষটিকে তারই সূচনার মাধ্যমে চিত্রায়িত করছেন। ১৮ জুলাই, ২০২০-এর হতাশার পূর্ববর্তী সময়ে, শয়তান দশ থেকে পনেরো নম্বর পদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, কারণ সে জানত অধ্যায়টির শুরুটাই অধ্যায়টির শেষকে উপস্থাপনের মূল চাবিকাঠি। এরপর চৌদ্দ নম্বর পদের মূল বিতর্কটি উত্থাপিত হয়।

> আমরা তার কৌশলসমূহ সম্পর্কে অবগত হয়ে যাব—এই আশঙ্কার মতো আর কোনো কিছুকে মহা প্রতারক এতটা ভয় পায় না। দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৫১৬।

ওই পদগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বিভ্রান্ত করার শয়তানি প্রচেষ্টা থেকেই স্পষ্ট যে, এগুলো এখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রার্থীদের বাছাই করে এমন পরীক্ষার প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সিস্টার হোয়াইট জোর দিয়ে বলেন যে, দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত যে ইতিহাসটি ১৭৯৮ সালে ‘অন্তিম সময়’ শুরু হওয়ার আগে পূরণ হয়েছিল, সেটি শেষে ছয় পদে পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

> আমাদের নষ্ট করার মতো সময় নেই। আমাদের সামনে দুঃসময় উপস্থিত। বিশ্ব যুদ্ধের মনোভাবে আলোড়িত। অচিরেই ভবিষ্যদ্বাণীতে যেসব বিপদের দৃশ্যের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ঘটবে। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় তার সম্পূর্ণ পরিপূর্তিতে পৌঁছে গেছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তিতে যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে, তার অনেকটাই পুনরাবৃত্ত হবে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, নম্বর ১৩, ৩৯৪।

আমি দাবি করি যে এক থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত পদে উপস্থাপিত সমস্ত ইতিহাস অধ্যায়ের শেষে ছয় পদে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। আমি আরও দাবি করি যে অন্তিম দিনের ইতিহাস—যা ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ শুরু হওয়া বিচারকার্যের পরিসমাপ্তির ইতিহাস—দুটি প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়সীমা দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম সময়সীমা ঈশ্বরের ঘরের ওপর সম্পন্ন হওয়া বিচারকে নির্দেশ করে; এর পরে এমন একটি সময় আসে যখন ঈশ্বরের ঘরের বাইরে যারা আছেন তাদের জন্য বিচার সম্পন্ন হয়। প্রথম সময়সীমা ১৯৮৯ সালে শুরু হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময়ে শেষ হয়; আর সেটিই দ্বিতীয় সময়সীমার সূচনা নির্দেশ করে, যা শেষ হয় যখন মিখায়েল দাঁড়িয়ে ওঠেন এবং মানবের সুযোগকাল সমাপ্ত হয়। চল্লিশ নম্বর পদের গোপন ইতিহাসও ১৯৮৯ সালে শুরু হয় এবং একচল্লিশ নম্বর পদে শেষ হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনকে নির্দেশ করে।

এটি ওই একই অধ্যায়ের দশ থেকে পনেরো নম্বর পদে বর্ণিত ইতিহাসেরই সমান। ওই ইতিহাস ১৭৯৮ সালের শেষের সময় থেকে শুরু করে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর বিচার শুরু হওয়া পর্যন্ত মিলারাইটদের ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরাল। ওই দুই ইতিহাস খ্রিস্টের জন্ম থেকে শুরু হয়ে ক্রুশে সমাপ্ত হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের সঙ্গেও সমান্তরালভাবে চলে।

১৯৮৯ সালে শুরু হওয়া ইতিহাসের মধ্যে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া পরীক্ষা-পর্বটি অন্তর্ভুক্ত আছে; যার প্রতিরূপ দেখা যায় ১৮৪০ সালের ১১ আগস্ট শুরু হওয়া পরীক্ষা-পর্বে এবং খ্রিস্টের বাপ্তিস্মে শুরু হওয়া পরীক্ষা-পর্বে। পশুর প্রতিমূর্তির গঠনকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের বহু রেখায় প্রতিরূপিত করা হয়েছে। সেই একই সময়পর্বের এমন একটি প্রতিনিধিত্ব হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহরকরণের সময়, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছে এবং আসন্ন রবিবারের আইনে গিয়ে শেষ হবে। ৪০ নম্বর পদের গুপ্ত ইতিহাসকেও ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর থেকে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত চলা রেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন ঘটেছিল। যে কোনো ভাববাদী স্বর্গদূতের আগমনের মতোই, তার কাছে এমন এক বার্তা ছিল যা ভক্ষণ করার কথা ছিল, কিন্তু তা ঘটেনি; এবং ১৮৬৩ সালের আগেই ফিলাডেলফিয়ান মিলারিজিম লাওদিকীয় মিলারিজিমে রূপান্তরিত হলো, যখন তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট’ নাম গ্রহণ করল এবং তখন থেকেই তারা বিদ্রোহের মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল, যা আজও চলছে। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের ইতিহাস তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে, যারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা হলেন দানিয়েলের (বারো অধ্যায়ের) দুষ্টেরা, যিরমিয়ার ঠাট্টাকারীদের সমাবেশ, যোহনের শয়তানের উপাসনালয় এবং মথির মূর্খ কুমারীরা।

খ্রিস্ট ‘ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েলের বলা উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু’ হিসেবে যে সতর্কবার্তার কথা বলেছেন, তা পরবর্তী ধ্বংস ও ছত্রভঙ্গের আগে পালিয়ে যাওয়ার আহ্বান নির্দেশ করে। খ্রিষ্টাব্দ ৬৬ সালে রোমান সেনাপতি সিস্টিয়াস পৌত্তলিক রোমের যুগের খ্রিস্টানদের প্রতি সেই সতর্কবার্তাটির পরিপূর্তি ঘটান। প্রথম শতাব্দীতে প্রেরিত পৌল একই সতর্কবার্তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেই খ্রিস্টানদের জন্য, যারা পোপতান্ত্রিক রোমের যুগে কষ্টভোগ করবে। শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে বসবাস করার জন্য সবথ-পালনকারীদের যে সতর্কবার্তা, তা ১৮৮৮ সালে আসে, সেই বছরেই ছিল ব্লেয়ার বিল—রবিবারকে জাতীয় বিশ্রামদিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রথম প্রচেষ্টা। খ্রিস্ট দানিয়েলের ‘উজাড়ের ঘৃণ্য বস্তু’-সংক্রান্ত যে উল্লেখ করেছিলেন, তার পরিপূর্তিস্বরূপ পালিয়ে যাওয়ার সতর্কতা হিসেবে ব্লেয়ার বিলই ছিল সেই সংকেত।

খ্রিস্টাব্দ ৬৬ সালে সেস্টিয়াসের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, তেমনি ব্লেয়ার বিলটি ঈশ্বরের বিধানে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। ১৮৮৮ সাল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রতীকায়িত করে, কারণ সিস্টার হোয়াইট উভয় ইতিহাসেই প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর স্বর্গদূতের অবতরণকে চিহ্নিত করেন। শেষ দিনগুলিতে শহরগুলো থেকে পালিয়ে যাওয়ার যে সতর্কবার্তা, তা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। অতএব, ১৮৮৮ সালের ব্লেয়ার বিল ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টকে প্রতীকায়িত করেছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি প্রকাশিত বাক্য ১৮-এর প্রথম তিন পদে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা ঘোষণা করেন, এবং সেই চূড়ান্ত সতর্কবার্তাই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, যদিও চতুর্দশ অধ্যায়ে তৃতীয় স্বর্গদূত যে বার্তা উপস্থাপন করেন, তার সত্যের অভিব্যক্তি

অষ্টাদশ অধ্যায়ের মতো একই নয়। পঙ্‌ক্তি পর পঙ্‌ক্তি তারা একই সতর্কবার্তা।

উজাড়ের জঘন্য বস্তু, যার কথা নবী দানিয়েল বলছেন, তা ছিল খ্রিস্টের দেওয়া এমন এক নিদর্শন, যা নির্ধারণ করছিল কখন তাঁর লোকদের তাদের সুরক্ষার জন্য পালিয়ে যেতে হবে। এটি একটি সতর্কবার্তা; অতএব এটি অবশ্যই চূড়ান্ত সতর্কবার্তা, যদিও এটি প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত বার্তার তুলনায় ভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যিরমিয়া ১৫ অধ্যায়ের ১৬ পদ থেকে যে ইতিহাস শুরু হয়, তা পরীক্ষামূলক সতর্কবার্তার একই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল। এটি শুরু হয় যখন যিরমিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রাস করেন, এবং তা ঘটে যখন স্বর্গদূত অবতীর্ণ হন—যেমন তিনি করেছিলেন, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বৃহৎ ভবনগুলো ভেঙে পড়েছিল।

যখন যিরমিয়াহ ঘোষণা করেন, “তোমার বাক্যগুলি পাওয়া গেল, এবং আমি সেগুলি খেয়ে ফেললাম; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস হয়ে উঠল,” তখন তিনি দানিয়েল পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে খাদ্য-সংক্রান্ত প্রথম পরীক্ষাকে এবং প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে যোহনের স্বর্গদূতের হাত থেকে গ্রন্থটি নিয়ে খাওয়ার ঘটনাকে উপস্থাপন করেন। বার্তা ভক্ষণ শুরু হয় যখন এক স্বর্গদূত আসে, এবং স্বর্গদূত এলে একটি পরীক্ষামূলক ভবিষ্যদ্বাণীর মোহর খোলা হয়। স্বর্গদূত এলে প্রথম পরীক্ষার পর্ব শুরু হয় এবং দ্বিতীয় পরীক্ষার পর্ব শুরু হলে তা শেষ হয়; আর মিখায়েল যখন উঠে দাঁড়ান, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষার পর্ব শেষ হয়।

যখন দেবদূত এসে পৌঁছায়, তখন শেষের বৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

> পরবর্তী বৃষ্টি ঈশ্বরের জনগণের উপর পড়বে। একজন পরাক্রমশালী স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং সমগ্র পৃথিবী তার মহিমায় আলোকিত হবে। রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২১ এপ্রিল, ১৮৯১।

অন্তিম বৃষ্টি পান তারাই যারা যিরমিয়ার প্রাচীন পথে চলেন।

> প্রভু এইরূপ বলেন, তোমরা পথসমূহে দাঁড়াও, এবং দেখো, এবং প্রাচীন পথগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো— কোনটি উত্তম পথ— এবং তাতে চল; তাহলে তোমরা তোমাদের আত্মার জন্য বিশ্রাম পাবে। কিন্তু তারা বলল, আমরা তাতে চলব না। আরও আমি তোমাদের উপর প্রহরী নিয়োজিত করেছিলাম, বলে, তূরীর ধ্বনিতে কর্ণপাত করো। কিন্তু তারা বলল, আমরা কর্ণপাত করব না। যিরমিয় ৬:১৬, ১৭।

যে "তূরী" "প্রহরীরা" বাজায়, তা হলো লাওদিকীয় বার্তা, যা ১৮৮৮ সালে জোন্স ও ওয়াগনার উপস্থাপন করেছিলেন।

> উচ্চস্বরে ডাক, কোনো ছাড় দিও না, তূর্যের ন্যায় তোমার কণ্ঠ উচ্চ কর, এবং আমার লোকদের তাদের অপরাধ, আর যাকোবের গৃহকে তাদের পাপ দেখাও। ইশাইয়া ৫৮:১.

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সিলকরণ শুরু হয়েছিল। লাওদিকেয়ার উদ্দেশে একটি সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল।

> A. T. Jones এবং E. J. Waggoner আমাদের যে বার্তাটি দিয়েছেন, সেটিই লাওদিকিয়ার মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের বার্তা, এবং যে কেউ সত্যে বিশ্বাস করার দাবি করে, তবু ঈশ্বরদত্ত আলোর কিরণ অন্যদের প্রতি প্রতিফলিত করে না, তার জন্য দুর্ভোগ। The 1888 Materials, 1053.

লাওদিকিয়ার প্রতি সতর্কবাণী হল যিরমিয়ার প্রহরীদের তূর্যধ্বনি, যা লাওদিকিয়ান সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ শুনতে অস্বীকার করে। এটি শহরগুলো থেকে গ্রামাঞ্চলের জমিজমায় পালিয়ে যাওয়ার সতর্কবার্তা, শীঘ্রই আসন্ন রবিবার আইনের আগেভাগে।

এই নানান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারার বিষয়ে আমি এখনই যা বললাম, তা ছিল আপনার বিবেচনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করার একটি প্রয়াস—যাতে আপনি আমি যা লিখতে যাচ্ছি, তা সত্যিই পরীক্ষা করে দেখেন। সম্ভবত পশুর জন্য ও পশুর প্রতিমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো যে, শেষ কালে এ প্রতিমা দুই পর্যায়ে গঠিত হবে। প্রথমটি যুক্তরাষ্ট্রে, এরপর বিশ্বের জাতিসমূহে।

রোমের এই প্রতিমূর্তির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরীক্ষার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সফলভাবে অগ্রসর হতে হলে, ‘পশুর উদ্দেশে নির্মিত প্রতিমূর্তি’ ও ‘পশুর প্রতিমূর্তি’র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষাকালের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (যা বহু সাক্ষ্যে দেখানো যায়) হলো এই যে, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর দেওয়ার সময়টি যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষার সময়কালে ঘটে; এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষার যে সময়কাল, সেটাই সেই সময় যখন ঐ রবিবারের আইনের সময় (৩২১ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা) যারা এখনও বাবিলনে আছে, ঈশ্বরের অন্য সন্তানরা পালের মধ্যে আনা হয়।

পশুর মূর্তিটি দুইটি নির্দিষ্ট ও পরস্পর-সংযুক্ত পরীক্ষার সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে; এবং ঐ দুই পরীক্ষার সময়কালও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লিখিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের চূড়ান্ত সমাবেশে, এবং তার পরেই একই অধ্যায়ে বর্ণিত এক বিশাল জনসমাবেশকে প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ের এগারো পদে রবিবারের আইন প্রবর্তনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে। এরপর তা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে প্রতারিত করতে বের হয়, ঐ জাতিদের বলে যে তারাও যেন যুক্তরাষ্ট্র যেমন সদ্য করল তেমনভাবে পশুর একটি বিশ্বব্যাপী মূর্তি তৈরি করে। যে সময়কালটি রবিবারের আইন দিয়ে শুরু হয়—যার প্রতিনিধিত্ব করে ৩২১ সালে কনস্ট্যান্টাইনের প্রণীত রবিবারের আইন—তা শেষ হয় যখন চূড়ান্ত জাতি পোপীয় রোমের কাছে নত হয়; সেই সমাপ্তিবিন্দুটি ৫৩৮ সালের রবিবারের আইন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, কারণ তেরো অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা আছে পশুর প্রতিমাটিকে প্রাণ দান করার এবং তাকে কথা বলানোর। এই সময়কাল ৩২১ সালের রবিবারের আইন দিয়ে শুরু হয়ে ৫৩৮ সালের রবিবারের আইন দিয়ে শেষ হয়।

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ‘বলে’ প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টকে আইনে পরিণত করেছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণা চালিয়ে যাব।